বর্তমান সরকারের দুই বছরের অর্জন সম্পর্কিত প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয় নামঃ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।

ক্রঃ নং	প্রতিবেদন				মন্তব্য
	রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ	অর্জিত সাফল্য	সীমাবদ্ধতা (যদি থাকে)	সীমাবদ্ধতা উত্তরণে গৃহীত পদক্ষেপ ও সর্বশেষ পরিস্থিতি	
	সামাজিক নিরাপত্তা রূপকল্প ২০২১ অনুযায়ী বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা সুবিধাভোগীদের সংখ্যা কমপক্ষে দ্বিগুণ করা। **ক. বয়স্ক ভাতাঃ** ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ছিল ২০.০০ লক্ষ এবং মাসিক ভাতার পরিমাণ ২৫০/- টাকা। মোট বরাদ্দ ৬০০.০০ কোটি টাকা। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ২২.৫০ লক্ষ এবং মাসিক ভাতার পরিমাণ ৩০০/- টাকা হিসাবে বরাদ্দ ৮১০.০০ কোটি টাকা। ২০১০-১১ অর্থ বছরে ভাতা ভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে ২৪.৭৫ লক্ষ-তে উন্নীত করা হয়। বরাদ্দ ৮৯১.০০ কোটি টাকা।	২০০৮-০৯ অর্থ বছর থেকে ২০১০-১১ অর্থ বছরে ৪.৭৫ লক্ষ ভাতাভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান সরকার এ ক্ষেত্রে ২৯১.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করেছেন। আলোচ্য সময়ে ভাতা বিতরণের ক্ষেত্রে উলে-খযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ৯৯.৯৫% ভাতাভোগী ভাতা গ্রহণ করেছেন।	-	-	**বর্তমান সরকার এর সময় ৪.৭৫ লক্ষ ভাতাভোগী ও ২৯১.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে।**

	খ. অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাঃ ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে উপকারভোগীর সংখ্যা ছিল ২.০০ লক্ষ জন এবং মাসিক ভাতার পরিমাণ ২৫০/- টাকা। বরাদ্দ ৬০.০০ কোটি টাকা। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে উপকারভোগীর সংখ্যা ২.৬০ লক্ষ জন এবং মাসিক ভাতার পরিমাণ ৩০০/- টাকা। বরাদ্দ ৯৩.৬০ কোটি টাকা। ২০১০-১১ অর্থ বছরে জনপ্রতি মাসিক ৩০০/- টাকা এবং ভাতাভোগীর সংখ্যা ২.৮৬ লক্ষ জন। বরাদ্দের পরিমাণ ১০২.৯৬ কোটি টাকা।	২০০৮-০৯ অর্থ বছর থেকে ২০১০-১১ অর্থ বছরে ০.৮৬ লক্ষ ভাতাভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান সরকার অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা ৪২.৯৬ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করেছেন। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ৯৮.০০% অর্জিত হয়েছে।	-	-	**বর্তমান সরকার এর সময় ০.৮৬ লক্ষ ভাতাভোগী ও ৪২.৯৬ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে।**
	গ. প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তিঃ ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে উপবৃত্তি গ্রহীতার সংখ্যা ১৩০৪১ জন এবং বরাদ্দের পরিমাণ ৬.০০ কোটি টাকা। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে উপবৃত্তি গ্রহীতার সংখ্যা ১৭১৫০ জন এবং বরাদ্দের পরিমাণ ৮.০০ কোটি টাকা। ২০১০-১১ অর্থ বছরে উপবৃত্তি গ্রহীতার সংখ্যা ১৮৬২০ জন এবং বরাদ্দের পরিমাণ ৮.৮০ কোটি টাকা।	২০০৮-০৯ অর্থ বছর থেকে ২০১০-১১ অর্থ বছরে ২.৮ কোটি টাকা ও উপবৃত্তি গ্রহীতার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৫৫৭৯ জন। ২০১০-১১ অর্থ বছরে ৯৯.৫৬% উপবৃত্তি গ্রহণ করেছেন।	-	-	**বর্তমান সরকার এর সময় ৫,৫৭৯ জন** উপবৃত্তি গ্রহীতার **ও ২.৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে।**
	ঘ. বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা ঃ ২০০৯-১০ অর্থ বছর পর্যন্ত বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা বিতরণের কার্যক্রম মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে কার্যক্রম গ্রহণ	সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক ভাতা বিতরণের কার্যক্রম শুর" করা হয়েছে।	-	-	-

	করা হয়েছে। ২০১০-১১ অর্থ বছরে ভাতাভোগীর সংখ্যা ৯.২০ লক্ষ এবং জন প্রতি ৩০০/- টাকা। বরাদ্দের পরিমাণ ৩৩১.২০ কোটি টাকা।				
	ঙ. মুক্তিযোদ্ধা ভাতাঃ ২০০৯-১০ অর্থ বছরে মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা মাসিক ৯০০/- টাকার স্থলে ১৫০০/- টাকা এবং ভাতাভোগীর সংখ্যা ১.২৫ লক্ষ জন। বরাদ্দের পরিমাণ ২২৫.০০ কোটি টাকা। ২০১০-১১ অর্থ বছরে জনপ্রতি মাসিক ১৫০০/- টাকা হতে ২০০০/-টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। ভাতা ভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে ১.৫০ লক্ষতে উন্নীত করা হয়। মোট বরাদ্দের পরিমাণ ৩৬০.০০ কোটি টাকা।	সমাজকল্যান মন্ত্রণালয় মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা মাঠ পর্যায়ে বিতরন কার্যক্রম পরিচালনা করে। আলোচ্য সময়ে ভাতা বিতরণের হার ৯৮.০০% অর্জিত হয়েছে।	-	-	**বর্তমান সরকার মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা ৯০০/- টাকা থেকে ১৫০০/- এবং সম্মানী ভাতাভোগীর সংখ্যা ১.৫ লক্ষে উন্নীত করেছেন।**
	চ. "দারিদ্র্য ঘুচাও ও বৈষম্য র"খো" নীতির আওতায় সমাজসেবা অধিদফতরের ক্ষুদ্রঋণ প্রবাহের পরিমাণ ও আওতা সম্প্রসারণ।	সরকারের "দারিদ্র্য ঘুচাও ও বৈষম্য র"খো" নীতি এবং দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল পত্র(পিআরএসপি) এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে সমাজসেবা অধিদফতর বিদ্যমান সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিসমূহ যথা - পল-ী সমাজসেবা কার্যক্রম, শহর সমাজসেবা কার্যক্রম, পল-ী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম, এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম এবং আশ্রয়ন প্রকল্প বাস্ড়বায়নের ক্ষেত্রে নীতিমালা অনুযায়ী যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচন করে সুদমুক্ত ঋণ প্রদানের মাধ্যমে	১১২.৪০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ চেয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরন করা হয়েছে।	-	**বর্তমান সরকারের সময়ে প্রায় ১ লক্ষ ৭০ হাজার দরিদ্র পরিবারকে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়েছে।**

		দারিদ্র্য বিমোচনের কাজ করে আসছে। বর্তমান সরকারের সময়ে প্রায় ১ লক্ষ ৭০ হাজার দরিদ্র পরিবারকে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়েছে। এ সকল কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্ড়বায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্যের হার কাঙ্খিত পর্যায়ে নামিয়ে আনার জন্য সরকারের কাছে আরও প্রায় ১১২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে।			
	ছ. Support Service Program for Vulnerable Group(SSPVG) দেশের দুঃস্থ, অবহেলিত, পশ্চাৎপদ এবং অনগ্রসর জনগনের কল্যাণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্নমূখী কর্মসূচীর মধ্যে **Support Service Program for Vulnerable Group(SSPVG)** অন্যতম। বর্তমান সরকারের সময় ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে এই কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।	**Support Service Program for Vulnerable Group(SSPVG) এর আওতায়** দুঃস্থ, অবহেলিত, পশ্চাৎপদ এবং অনগ্রসর জনগনের জন্য সম্পাদিত কার্যক্রমঃ ক) অক্ষম বেকার শ্রমিক বিশেষ করে চা বাগানের বেকার শ্রমিকদের জন্য খাদ্য ও পণ্য সহায়তায়- ১৭৫০০ জন শ্রমিকদের মাঝে ৭ কোটি টাকা বিতরন ; খ) ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের মাঝে ৫ কোটি টাকা বিতরন; গ) কওমী মাদ্রাসা ও লিল্লাহ বোর্ডিং ছাত্রদের এককালীন শিক্ষা সামগ্রী ও পোষাক পরিচ্ছদ ক্রয়ের জন্য সহায়তা ৫ কোটি টাকা বিতরন: ঘ) রামকৃষ্ণ মিশন, বৌদ্ধ বিহার, মঠ ও টোল এর ছাত্রদের এককালীন সহায়তা ১ কোটি টাকা বিতরন: ঙ) রামকৃষ্ণ মিশন, বৌদ্ধ বিহার, মঠ ও টোল এর বর্তমান অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংস্কার সহায়তা ১.৯৫ কোটি টাকা বিতরন।			

	জ. "ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান" শীর্ষক কর্মসূচি ঃ রূপকল্প ২০২১ অনুযায়ী ৫(পাঁচ) বছরে দেশ থেকে ভিক্ষাবৃত্তি ও ভবঘুরেপনা সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করতে হবে। এ লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক "ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান" শীর্ষক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ভিক্ষুক পেশায় নিয়োজিতদের একটি উলে-খযোগ্য অংশ প্রতিবন্ধী। এ বিবেচনায় জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর আওতায় ৬.৩২ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দে "ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান" শীর্ষক শিরোনামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।	ইতোমধ্যে উক্ত কর্মসূচির বিষয়ে মাননীয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী মহোদয়ের উপস্থিতিতে সুশীল সমাজ এবং ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার প্রতিনিধিদের সাথে জাতীয় প্রেসক্লবে মতবিনিময় করা হয়েছে। বর্তমানে ভিক্ষুক জরিপ কাজ বাস্ড় বায়নের জন্য উপযুক্ত এনজিও বাছাইয়ের কাজ চলছে। জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর অধীনে একজন যুগ্ম সচিবকে সেল প্রধান করে "ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান" কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ অর্থ বছর থেকেই পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু হবে।	-	-	-
	ঝ. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের কার্যক্রম দেশে নিবন্ধীকৃত প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ প্রতি বছর কিছু স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে তাদের আবেদনের ভিত্তিতে সংশি-ষ্ট নীতিমালা অনুযায়ী আর্থিক অনুদান প্রদান করে থাকে। তাছাড়া সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান যেমন- জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান, শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প	জানুয়ারী/০৯ হতে ডিসেম্বর/১০ পর্যন্ত সর্বমোট ৭৯৫৫ জন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৮,২৮,৯৮,৪০০/- টাকা বিতরন করা হয়েছে। দেশের ৮৯ টি হাসপাতালর রোগীকল্যাণ সমিতিকে বাংলাদেশ জাতীয়			

	পরিষদ, রোগীকল্যাণ সমিতি, অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতি, আয়বর্ধক কর্মসূচীমূলক প্রতিষ্ঠান, সাধারণ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, জেলা ও উপজেলা সমাজকল্যাণ পষিদের তহবিল উন্নয়নের জন্যও অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, প্রতিবন্ধী, অসহায় ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের চিকিৎসা, বিবাহ, লেখাপড়া, গৃহ মেরামত ইত্যাদি বাবদ আবেদনের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুযায়ী বিশেষ অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে।	সমাজকল্যাণ পরিষদ নিয়মিত অর্থ সহায়তা প্রদান করে। বিগত দুই বৎসরে ৮৯ টি হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতিকে ৮৯ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করেছে।			
	শিশু কিশোর কল্যাণ				
	ক. শিশু আইন' ২০১০ শিশু আইন'২০১০ এর চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।	শিশু আইন' ১৯৭৪ রহিত করে নতুন শিশু আইন' ২০১০ ের খসড়া ৩০.১২.২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভায় নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।	-	-	-
	খ. ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন'২০১০ ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন'২০১০ এর চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ভেটিং গ্রহণ করা হয়েছে এবং আইনটি সংসদে উপস্থাপনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	-	-	-

	গ.শিশু বিকাশ কেন্দ্র কর্মসূচিঃ বর্তমান সরকার দেশের অবহেলিত দুঃস্থ পথ শিশুদের উন্নয়নের জন্য ঢাকা বিভাগে ৩টি (১টি মেয়ে), খুলনা বিভাগে ১টি এবং রাজশাহী বিভাগে ১টি ও চট্টগ্রাম বিভাগে ১টি মোট ৬টি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রে ২৫০ জন করে মোট ১৫০০ জন শিশুকে এ কর্মসূচীর মাধ্যমে পুনর্বাসন করা হবে। কেন্দ্রে শিশুদের আবাসন, শিক্ষা, বিনোদন এর সুব্যবস্থা করা হয়েছে। এ কর্মসূচীর মাধ্যমে দুঃস্থ ও পথ শিশুরা সমাজে মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।	বর্তমানে কেন্দ্র ব্যবস্থাপনার জন্য লোকবল নিয়োগ চুড়ান্ত পর্যায়ে আছে। কেন্দ্রে শিশুদের আবাসন, শিক্ষা, বিনোদন এর জন্য বিছানাপত্র সহ যাবতীয় সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হয়েছে।	-	-	-
	ঘ. প্রটেকশন অব চিলড্রেন এট রিস্ক (পিকার) প্রকল্প বাংলাদেশে পথশিশু সমস্যা কোন নতুন ঘটনা নয়। এদেশে বসবাসরত মানুষের মধ্যে একটি অন্যতম দুর্দশাগ্রস্থগোষ্ঠী হচ্ছে পথশিশু। এসকল অসহায় শিশুরা রাস্ড়ায় বাস করে অবহেলা ও বঞ্চনার মধ্যে। পরিবারের ভালবাসার পাওয়ার সুযোগ বঞ্চিত এসকল শিশুরা প্রতিনিয়ত নিরাপত্তাহীনতা, নির্যাতন, বৈষম্য, শোষণ, যৌন নির্যাতন ও শোষণ এমনকি পাচারের শিকার হচ্ছে। পথশিশু বিশেষকরে বিপদাপন্ন এসকল শিশুদের সুরক্ষা ও অধিকার উন্নয়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও সমাজসেবা অধিদফতর এর অধীনে এবং ইউনিসেফ এর কারিগরী ও আর্থিক সহায়তায় বাস্ড়বায়নাধীন ‘প্রটেকশান অব চিলড্রেন এট রিস্ক’ (পিকার)	প্রটেকশন অব চিলড্রেন এট রিস্ক (পিকার) প্রকল্প এর আওতায় ২০০৮ সালে ১৯১২ জন, ২০০৯ সালে ৩৮৬৫ জন এবং ২০১০ সালের জুন পর্যন্ত ১৮১৮ জন পথশিশুকে আশ্রয় ও ড্রপ-ইন সেন্টারের মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষামূলক সেবা প্রদান করা হয়েছে।			

	প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পের লক্ষ্য পথশিশু ও মাতাপিতার যত্নবঞ্চিত শিশুদেরকে একটি সুরক্ষামূলক পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে প্রবঞ্চনা ও নির্যাতন থেকে রক্ষা করা এবং তাদেও জীবন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।				
	<u>ঘ. দেশের ৬৩ জেলায় শেখ রাসেল দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ</u> শেখ রাসেল দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, টুংগীপাড়া, গোপালগঞ্জ এর অনুরূপ দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ সকল কেন্দ্রের প্রতিটিতে ৩০০ জন করে দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন প্রদান করা হবে।	এ জন্য ভূমি বরাদ্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গত ১৫.০৭.২০১০ তারিখে গোপালগঞ্জ জেলা ব্যতিত দেশের অবশিষ্ট ৬৩ জেলায় জেলা প্রশাসকদের পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে জেলা প্রশাসকগনের নিকট হতে জমি সংক্রান্ত প্রস্তাব পাওয়া যাচ্ছে।	স্থাপত্য বিভাগকে নকশা ও গনপূর্ত বিভাগকে প্রাক্কলন করার জন্য বলা হয়েছে।	নকশা ও প্রাক্কলন প্রাপ্তির পর ডিপিপি প্রণয়নের কাজ সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পন্ন হবে।	-
	প্রতিবন্ধীতা বিষয়ক				
	<u>ক. জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন পুনর্গঠন সংক্রান্ড় আদেশ রদ ও রহিতকরণ এবং একটি পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তরে রূপান্ড়র ঃ</u> দেশের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য সরকার ১৯-৭-১৯৯৯ তারিখ মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ড় অনুযায়ী সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে The Societies Registration Act, 1860 এর আওতায় ১৬-১১-১৯৯৯ খ্রিঃ তারিখের এক প্রজ্ঞাপনমূলে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন	ফাউন্ডেশনের পূনর্গঠন আদেশ রদ ও রহিত করার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে এবং এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এখন প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর কল্যাণে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্ড়বায়িত হচ্ছে।	পর্যাপ্ত জনবলের অভাব।	জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনকে একটি পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তরে রূপান্ড়র করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এ বিষয়ে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অনুমতি	-

	গঠন করে। বিগত ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানের একক সিদ্ধান্ড় ফাউন্ডেশনকে পূনর্গঠন করা হয়। ফলে এ প্রতিষ্ঠান মূলত: অকার্যকর ও স্থবির হয়ে পড়ে। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুমোদনক্রমে এ প্রতিষ্ঠানটিকে পূর্বের ন্যায় কার্যকর করার লক্ষ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পূনর্গঠন প্রক্রিয়া রদ ও রহিত করা হয়।			পাওয়া গেছে। বর্তমানে বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	
	খ. প্রতিবন্ধী ক্রীড়া কমপে- ক্স নির্মাণ স্পেশাল অলিম্পিকসহ বিভিন্ন আন্ড়র্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে দেশের প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদগন বিগত এক দশকে দেশের জন্য অনেক সম্মান বয়ে এনেছেন। তাঁদের এ বিরল কৃতিত্বের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখার জন্য বর্তমান সরকার ঢাকা মহানগরে ১টি মাল্টিপারপাস প্রতিবন্ধী ক্রীড়া কমপে- ক্স স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।	বর্তমানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের খেলাধূলার উন্নয়নের ক্ষেত্রে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন বিভিন্নভাবে সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে আসছে। এসব সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতার মধ্যে রয়েছে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্কাউট জাম্বুরীতে অংশগ্রহণ, টুয়েন্টি টুয়েন্টি ব- াইন্ড ক্রিকেট টুর্নামেন্টর আয়োজন ইত্যাদি।	প্রতিবন্ধী ক্রীড়া কমপে- ক্স নির্মাণের জন্য গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকে প্রস্ড়াবিত জায়গার বরাদ্দ এখনও পাওয়া যায়নি।	প্রতিবন্ধী ক্রীড়া কমপে- ক্স নির্মাণের জন্য প্রস্ড়াবিত জায়গা বরাদ্দ প্রদানের জন্য গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	-
	গ. প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রঃ ২ এপ্রিল ২০১০ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র শীর্ষক কর্মসূচি উদ্বোধন করেন। তারই ধারাবাহিকতায় দেশের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে ফিজিওথেরাপি ও অন্যান্য চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে ৫ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রথমবারের মতো দেশের ০৫টি জেলায় প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র চালু করা হয়। জেলাগুলো হচ্ছে- ঢাকা, ময়মনসিংহ, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ।	২০০৯-১০ অর্থ বছরের ৫টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ইতোমধ্যে প্রায় ১২০০০ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে থেরাপি ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে এবং এসব প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মাঝে বিনামূল্যে সহায়ক উপকরণ হিসেবে হুইল চেয়ার, ট্রাই সাইকেল, ক্রাচ, স্ট্যান্ডিং ফ্রেম, ওয়াকিং ফ্রেম, সাদাছড়ি, এলবো ক্রাচ ইত্যাদি এবং আয়বর্ধক উপকরণ হিসেবে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে। ঢাকা কেন্দ্রের সহায়ক উপকরণ বিতরণের অনুষ্ঠানে মাননীয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে	প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের ক্লিনিক্যাল অকুপেশনাল থেরাপিস্ট, ক্লিনিক্যাল স্পিচ এন্ড লেঙ্গুয়েজ থেরাপিস্ট ও টেকনিশিয়ান-২ পদের বিপরীতে	প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র শীর্ষক কর্মসূচি বাস্ড়বায়ন সংক্রান্ড় নীতিমালা সংশোধনের মাধ্যমে ক্লিনিক্যাল অকুপেশনাল থেরাপিস্ট, ক্লিনিক্যাল স্পিচ এন্ড লেঙ্গুয়েজ থেরাপিস্ট ও টেকনিশিয়ান-২ পদ পূরণের ব্যবস্থা নেয়া	-

	এসব কেন্দ্রের সাফল্যের ভিত্তিতে চলতি ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে আরো ১০টি জেলায় ৯ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ব্যয়ে উক্ত কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। উক্ত জেলাসমূহ হচ্ছে- মুন্সীগঞ্জ, নেত্রকোনা, সিরাজগঞ্জ, রাজশাহী, কুড়িগ্রাম, বাগেরহাট, বরিশাল, হবিগঞ্জ, কুমিল-া ও গোপালগঞ্জ। পর্যায়ক্রমে এ কর্মসূচি দেশের জেলা/ উপজেলা পর্যায় পর্যন্ড় সম্প্রসারণের কর্মপরিকল্পনা সরকারের রয়েছে।	উপস্থিত ছিলেন। চলতি বছরের নতুন ১০টি কেন্দ্রের অফিস ভাড়া করা এবং আসবাবপত্র ক্রয় করা সংক্রান্ড় কার্যক্রম ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া উক্ত ১০টি কেন্দ্রের জনবল নিয়োগের প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে চূড়ান্ড় করা হয়েছে। কেন্দ্রগুলোর থেরাপি ইকুইপমেন্ট ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি ক্রয়ের জন্য প্রাপ্ত দরপত্র মূল্যায়নের কাজ চলছে।	আগ্রহী প্রার্থীর স্বল্পতা পরিলক্ষিত হচ্ছে।	হচ্ছে।	
	ঘ. ভ্রাম্যমান ওয়ান স্টপ থেরাপি সার্ভিস ঃ দেশের প্রত্যন্ড় অঞ্চলের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে থেরাপি ও চিকিৎসা সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় দেশে প্রথমবারের মতো ভ্রাম্যমান ওয়ান স্টপ থেরাপি সার্ভিস চালূ করা হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে অস্থায়ীভাবে ক্যাম্প আয়োজনের মাধ্যমে ভ্রাম্যমান ওয়ান স্টপ সার্ভিসের কার্যক্রম অব্যাহত আছে।	গোপালগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, ময়মনসিংহ, হবিগঞ্জ ও কুমিল-া জেলায় অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপনের মাধ্যমে ভ্রাম্যমান ওয়ান স্টপ থেরাপি সার্ভিসের মাধ্যমে এ যাবৎ প্রায় ৪০০০ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে চিকিৎসা ও থেরাপি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এ সার্ভিসের মাধ্যমে প্রান্ড়িক প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় চিকিৎসা সেবা পৌছে দেয়া সম্ভব হচ্ছে।	পর্যাপ্ত সংখ্যক ভ্রাম্যমান ইউনিটের স্বল্পতা।	"Promotion of Services and Opportunities to the Disabled Persons in Bangladesh" শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ভ্রাম্যমান ইউনিটের সংখ্যা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন করা হয়েছে।	-
	ঙ. ঋণ ও অনুদান ঃ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর কল্যাণের কাজে নিয়োজিত বেসরকারি সংস্থাসমূহের অনুকূলে চলতি ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে সরকারিভাবে ঋণ ও অনুদান বাবদ যথাক্রমে ৪৭,০৫০০০/- (সাতচলি–শ লক্ষ পাঁচ হাজার) এবং ৮৯,৪৫০০০/- (উননব্বই লক্ষ পঁয়তালি–শ হাজার) টাকা বিতরণ করার বিষয়টি চূড়ান্ড় করা হয়েছে।	ঋণ ও অনুদান প্রদানের জন্য মনোনীত বেসরকারি সংস্থাসমূহের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে এবং ১৯-১২-২০১০ তারিখ মাননীয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে সংশি-ষ্ট বেসরকারি সংস্থাসমুহের মধ্যে ঋণ ও অনুদানের চেক বিতরণ করেছেন।	ঋণের টাকা ফেরৎ প্রদানের ক্ষেত্রে কতিপয় বেসরকারি সংস্থার মধ্যে অনীহার মনোভাব লক্ষ্য করা গেছে।	খেলাপি ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে সংশি-ষ্ট জেলা প্রশাসনসমূহকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে যা অত্যন্ড় ফলপ্রসূ হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে।	-

	এছাড়া ইতোপূর্বে বিতরণকৃত ঋণ আদায়ের ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।	২০০৩-০৪ অর্থ বছর থেকে ২০০৬-০৭ অর্থ বছর পর্যন্ড় সময়কালে বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে মোট ১ কোটি ২ লক্ষ টাকা অনাদায়ী ছিল। জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের গতিশীল কর্মকান্ডের মাধ্যমে উক্ত খেলাপি ঋণের মধ্যে এ যাবৎ মোট ৪২ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছে।			
	চ. কর্মজীবী প্রতিবন্ধী হোস্টেল ঃ অনেক কর্মক্ষম প্রতিবন্ধী মানুষ আছেন যারা কাজ করার সুযোগ পেয়েও শুধুমাত্র থাকার জায়গার অভাবে ঢাকায় এসে চাকুরীর সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন না। এ বিষয়টিকে গুর"ত্বের সাথে বিবেচনা করে বর্তমান সরকার প্রথমবারের মতো ঢাকা মহানগরে ১৬ আসন বিশিষ্ট ১টি কর্মজীবী প্রতিবন্ধী পুর"ষ হোস্টেল এবং ১২ আসন বিশিষ্ট ১টি কর্মজীবী প্রতিবন্ধী মহিলা হোস্টেল চালু করেছেন। সংশি-ষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে মত বিনিময় করে হোস্টেল পরিচালনা সংক্রান্ড় বিষয়ে ১টি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। ২ এপ্রিল ২০১০ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে হোস্টেল দু'টির কার্যক্রম উদ্বোধন করেন।	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুবিধার্থে কর্মজীবী প্রতিবন্ধী হোস্টেল ২টির অভিগম্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে হোস্টেল ২টিতে আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করা হয়েছে।	পর্যাপ্ত জনবলের অভাব	আউট সোর্সিংয়ের মাধ্যমে জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।	-
	ছ. বিশেষায়িত ডে কেয়ার সেন্টার স্থাপন ঃ প্রতিবন্ধী শিশুর কর্মজীবী পিতা-মাতাগন অনেক সময় কর্মক্ষেত্রে তাঁদের যথাযথ কর্মদক্ষতা তুলে ধরতে পারেন না। বিষয়টি বিবেচনায় এনে এসব প্রতিবন্ধী শিশুর দিবা কালীন নিরাপত্তা ও সেবা যত্নের জন্য জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের ক্যাম্পাসে ১টি বিশেষায়িত ডে কেয়ার সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ	বিশেষায়িত ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপনের জন্য ইতোমধ্যে একটি ধারণাপত্র চূড়ান্ড় করে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	বিশেষায়িত ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপনের জন্য চলতি অর্থ বছরে কোন বরাদ্দ পাওয়া যায়নি।	জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে উক্ত বিশেষায়িত ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপনের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	-

	গ্রহণ করা হয়েছে।				
	জ. অটিজম রিসোর্স সেন্টার স্থাপন ঃ অটিজম সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকায় জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে অটিজম রিসোর্স সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এ কেন্দ্রের কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে বর্ধিত করা হবে।	জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনে চালুকৃত অটিজম রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক/ বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় কাউন্সেলিং প্রদান করা হচ্ছে।	অটিজম বিষয়ে দক্ষ জনবলের অভাব।	অটিজম রিসোর্স সেন্টারের সুষ্ঠু কার্যক্রমের স্বার্থে সংশি□ষ্ট এনজিও এবং অটিজম স্কুলসমূহের কর্তৃপক্ষের সাথে একাধিকবার মতবিনিময় করা হয়েছে যা অব্যাহত আছে।	-
	ঝ. প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স নির্মাণ স্থাপত্য অধিদপ্তরের সাথে আলোচনা করে নকশা প্রণয়নের কাজ চলছে। যার উপর ভিত্তি করে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেনে ডিপিপি প্রণয়ন করবে।	প্রতিবন্ধী কমপে-ক্স নির্মাণের লক্ষ্যে গণপূর্ত বিভাগ, স্থাপত্য অধিদপ্তর এবং সংশি-ষ্ট বেসরকারি সংস্থাসমূহের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে ইতোমধ্যে কমপে-ক্স নির্মাণের ব্যাপারে একটি নক্সা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণয়কৃত নক্সার আলোকে প্রাক্কলন প্রস্তুত করার জন্য ইতোমধ্যে গণপূর্ত বিভাগকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।	-	প্রতিবন্ধী কমপে-ক্স নির্মাণ সংক্রান্ড় কাজের প্রাক্কলন প্রস্তুত করার জন্য গণপূর্ত বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	-
	ঞ. বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১ বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১এর চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করা কাজ চলমান রয়েছে।	বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১ যুগোপযোগীকরণের লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরে প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কর্মরত বিভিন্ন এনজিওর সাথে একাধিক বৈঠক করা হয়েছে। বিষয়টি চূড়ান্ড় পর্যায়ে রয়েছে।	-	-	-

	ট. সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা-২০০৯ ঃ বাংলাদেশের সংবিধানে ১৫ অনুচ্ছেদে সকল নাগরিকের শিক্ষা লাভের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের ১৭,২০ ও ২৯ নং অনুচ্ছেদে সকল নাগরিকের সাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষা এবং সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করণের জন্য বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন-২০০১ এর ৯(গ) ধারায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পূনর্বাসন, কর্মসংস্থান, প্রশিক্ষণসহ সার্বিক অবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণের বিধান এবং তফসিল 'খ' অংশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের শিক্ষা সংক্রান্ড় বিষয়ে নির্দেশনা রয়েছে। দেশের বিভিন্ন এলাকায় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে বিভিন্ন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিটি জেলায় ১টি করে মোট ৬৪টি অটিস্টিক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুল স্থাপনের জন্য সরকারিভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এসব উদ্যোগের ধারাবাহিকতাক্রমে "প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০০৯" প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালার আওতায় দেশের ৫৫টি বেসরকারি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষক/কর্মচারীদের ১০০% বেতন ভাতাদি সরকারিভাবে পরিশোধ করা হচ্ছে। এ বাবদ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ৫ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা।	সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা-২০০৯ প্রণয়নের মাধ্যমে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুলসমূহের সার্বিক কর্মকান্ডে আগের তুলনায় অনেক বেশী গতি সঞ্চার হয়েছে। সমন্বিত শিক্ষা কর্মসূচির অংশ হিসেবে ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে ২০টি ইনক্লুসিভ কিট বক্স ২০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করা হয়েছে। এ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।	সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা-২০০৯ বাস্ড়বতার নিরীখে পূনগর্ঠন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।	এ ব্যাপারে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুলসমূহের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্তৃপক্ষসমুহের সাথে আলোচনা চলছে।	-
	ঠ."Promotion of Services and				

	Opportunities to the Disabled Persons in Bangladesh" শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প ঃ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর কল্যাণে বিশ্ব ব্যাংকের ঋণ সহায়তায় ১৫৪৮০.৪৯ লক্ষ্য টাকা বরাদ্দে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে "Promotion of Services and Opportunities to the Disabled Persons in Bangladesh" শীর্ষক দেশব্যাপী ১টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্ড়বায়িত হচ্ছে।	প্রকল্প বাস্ড়বায়নের কাজে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে প্রকল্পের মূল ডিপিপি সংশোধন করা হয়েছে।	কতিপয় সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ড় /মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা।	দীর্ঘসূত্রতা পরিহারের লক্ষ্যে বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সাথে একাধিকবার আনুষ্ঠানিক বৈঠক ও টেলি কনফারেন্স করা হয়েছে।	
	ড. প্রতিবন্ধী শুমারী ঃ দেশের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সঠিক সংখ্যা ইতোপূর্বে আদম শুমারী সমূহের মাধ্যমে নির"পন করা হয়নি। ফলে দেশের প্রতিবন্ধিতা সংক্রান্ড় ইস্যুতে আন্ড়র্জাতিক পর্যায়ের পরিসংখ্যানের উপর অনেক ক্ষেত্রে নির্ভরশীল হতে হয়। এ অবস্থা থেকে উত্তরনের লক্ষ্যে ২০১১ সালে বাংলাদেশ পরিসংখ্যা ব্যুরোর মাধ্যমে অনুষ্ঠিতব্য আদম শুমারী ও গৃহগণনা শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সঠিক সংখ্যা নির"পনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সঠিক সংখ্যা নিরূপনের লক্ষ্যে ২০১১ সালে অনুষ্ঠিতব্য আদমশুমারীতে অন্ড়র্ভূক্তির জন্য প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত একটি প্রশ্নমালা প্রস্তুতপূর্বক ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোতে প্রেরণ করা হয়েছে।	-	-	
	ঢ. Teachers' Orientation Training Programme on Bangla Sign Language শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন কল্পে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর অর্থায়নে প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজনের সিদ্ধান্ড় গ্রহণ করা হয়েছে।	জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে প্রথমবারের মতে Teachers' Orientation Training Programme on Bangla Sign Language শীর্ষক ১৫ দিন ব্যাপী (২০-১২-২০১০ থেকে ০৫-০১-২০১১) একটি প্রশিক্ষণ কোর্সের	প্রশিক্ষণ কোর্সের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক রিসোর্স পারসনের স্বল্পতা।	প্রতিবন্ধিতা সংক্রান্ড় প্রশিক্ষণ কোর্সের বিভিন্ন বিষয়ের রিসোর্স পারসনের সহযোগিতার জন্য ইতোমধ্যে সংশি- ষ্ট বেসরকারি সংস্থাসমূহের	

		আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিবন্ধিতা বিষয়ের সাথে সংশি- ষ্ট ২০টি উলে- খযোগ্য বেসরকারী সংস্থার মোট ২০ জন প্রতিনিধি উক্ত প্রশিক্ষণে অংশ নিচ্ছেন।		সাথে মতবিনিময় করা হয়েছে।	
	ণ. জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ ঃ জাতিসংঘ ঘোষিত "প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার" সনদ এর প্রতি বাংলাদেশ সরকার সমর্থন জানিয়েছে। উক্ত অধিকার সনদ এর ৩৩ নং ধারা অনুযায়ী অধিকার সনদের প্রতিশ্র"তি বাস্ড়বায়ন সংক্রান্ড় অগ্রগতি রিপোর্ট ইতোমধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে।	উক্ত সনদের আলোকে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণাল/বিভাগে বিদ্যমান Allocatiion of Business সংশোধন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।	-	-	
	স্বাস্থ্য সেবা				
	ক. শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল বিশেষায়িত হাসপাতাল এন্ড নার্সিং কলেজ নির্মাণঃ স্বাস্থ্য সেবায় সহায়ক জনবল সৃষ্টির উদ্দ্যেশে সমাজকল্যাণ মন্ত্রনালয় ২১৫৩৩.৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল বিশেষায়িত হাসপাতাল এন্ড নার্সিং কলেজ" প্রতিষ্ঠার উদ্দ্যোগ নিয়েছে।	শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল বিশেষায়িত হাসপাতাল এন্ড নার্সিং কলেজ এর নির্মান কাজের দরপত্র প্রক্রিয়া চুড়ান্ড় পর্যায়ে আছে।	-	-	-
	খ. স্বাস্থ্য খাতে অন্যান্য কার্যক্রম ১) ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনে হাসপাতাল এন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর বহির্বিভাগ, পরীক্ষা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র সম্প্রসারণ ২) ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল স্থাপন, সিলেট	বর্তমান সরকারের সময় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক উক্ত প্রকল্প সমুহ বাস্তবায়িত হচ্ছে।			

	৩) ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতাল সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে ইনস্টিটিউট অব কমিউনিটি এন্ড ফ্যামিলি হেলথ শক্তিশালীকরণ ৪) **ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য পুনর্বাসন ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (আরভিটিসি), জুরাইন, ঢাকা** ৫) সমন্বিত স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্প, ফরিদপুর ৬) ইনস্টিটিউট ফর অটিস্টিক চিল্ড্রেন এন্ড ব-াইন্ড, ওল্ড (Old) হোম এন্ড টিএন মাদার চাইল্ড হসপিটাল ৭) চাঁদপুর ডায়াবেটিক সমিতি হাসপাতাল স্থাপন ৮) আহছানিয়া মিশন ক্যান্সার ও জেনারেল হাসপাতাল ৯) ইমপ্র"ভড মেডিকেল সার্ভিসেস এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন ফর দ্য ডায়াবেটিক, ডায়াবেটিক রিলেটেড এন্ড নন- ডায়াবেটিক পেশেন্টস, লালমনিরহাট ১০) ওজিএসবি হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট অব রিপ্রডাকটিভ এন্ড হেল্থ ১১) এ্যাক্সপানসন এন্ড ডেভলপমেন্ট অব ফরিদপুর ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন হসপিটাল				
	ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা				
	Digital Bangladesh গড়ার জন্য সরকারের অনুসৃতনীতি অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্ড়বায়ন।	ইতোমধ্যেই সমাজসেবা অধিদফতরের নিজস্ব ওয়েবসাইট চালু ও জেলা কার্যালয় সমূহকে ইন্টারনেট সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে। এছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতাধীন এটুআই প্রকল্পের সহযোগিতায় অনলাইনভিত্তিক কার্যক্রম মনিটরিং ও তথ্য আদান প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	-	-	-

	<u>ICT বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ঃ</u> দেশের প্রত্যন্ড় অঞ্চলে প্রতিবন্ধীদের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে সরকারিভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ উদ্যোগের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কুড়িগ্রামে ১টি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত ল্যাব-এ ফাউন্ডেশনের তহবিল থেকে ইতোমধ্যে ০৫টি কম্পিউটার ও ২টি প্রিন্টার সরবরাহ করা হয়েছে।	উক্ত ICT ল্যাব-এ ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে ইতোমধ্যে ০৫টি কম্পিউটার ও ২টি প্রিন্টার সরবরাহ করা হয়েছে।	-	এ সুবিধা ক্রমান্বয়ে দেশব্যাপী প্রসার করা হবে।	-
	বিবিধ				
	নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবাদহিতা নিশ্চিত করা সংক্রান্ত	সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক নিবন্ধনকৃত স্বেচছাসেবী সংস্থাসমূহের কার্যক্রম মনিটরিংয়ের ওপর গুর"ত্বারোপ করা হয়েছে। এ জন্য সকল সংস্থার শুনানী গ্রহণের মাধ্যমে নিস্ক্রীয় এবং গঠনতন্ত্র বিরোধী কার্যক্রমে লিপ্ত প্রতিষ্ঠানের বির"দ্ধে যথাযথ আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া বর্তমান সরকারের সময় স্বেচছাসেবী সংস্থা নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশের আওতায় সকল সংস্থার বার্ষিক অডিট রিপোর্ট সংশি-ষ্ট সমাজসেবা কার্যালয়ের নিকট উপস্থাপন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সকল স্বেচছাসেবী সংস্থাসমূহে পৃথক তথ্য প্রদান ইউনিট চালুর জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	-	-	-